৫/৭/২০০০

তারিখ ... ...
পৃঃ ... কলাম ... ...

দৈনিক ইনকিলাব

প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সী নিয়োগ করা হচ্ছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ আসন্ন কেয়ারটেকার সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে দমন ও ছাত্রলীগকে বিশেষ নিরাপত্তাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নীলনকশা চূড়ান্ত করেছে। এ উদ্দেশ্যে চলতি মাসেই তড়িঘড়ি করে ক্যাম্পাসে অপরাধ দমনের নামে একটি প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সীকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আওয়ামী শাসনামলে বিতাড়িত ছাত্রদলের তিন শতাধিক নেতা-কর্মী কেয়ারটেকার সরকার আসা মাত্রই যার যার হলে উঠার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৫-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের জন্য নিরাপত্তা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

তাই এ সময় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে প্রতিরোধ করতে ছাত্রলীগ যেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী ভিসিও ছাত্রদলকে ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। গত পাঁচ বছর ধরে ছাত্রলীগকে পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং ছাত্রদলের বিরুদ্ধাচরণ করার পর সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের পরও তিনি 'দলীয় এ্যাসাইনমেন্ট' হাতে নিয়ে নামছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র জানায়, কেয়ারটেকার সরকারের আমলে বিশেষ ফায়দা হাসিলের উদ্দেশে ক্যাম্পাসে অপরাধ দমনের নামে একটি প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সীকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে ছাত্রদলের একজন নেতা এ প্রতিবেদককে জানান, বিগত ৫ বছর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিনতাই, ডাকাতি, অপহরণ, চাঁদাবাজি ও খুনসহ বিভিন্ন অপরাধের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সীর কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি। আর এখন কেয়ারটেকার সরকারের সময়ে কি কারণে তিনি তড়িঘড়ি করে পুলিশের পাশাপাশি প্রাইভেট সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন, তা আমাদের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার। মূলত কেয়ারটেকার সরকারের আমলে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের হয়রানি করা ও ছাত্রলীগকে বিশেষ নিরাপত্তা দানই এর উদ্দেশ্য বলে অভিজ্ঞ মহল ধারণা করছেন। এ ব্যাপারে গতকাল বিকেলে ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সীর সদস্যরা ক্যাম্পাস এলাকায় সার্বক্ষণিক গাড়ী নিয়ে দিনরাত ২৪ ঘন্টা ডিউটি দেবে। আবাসিক হলগুলোসহ ক্যাম্পাসের সকল জায়গায় এজেন্সির সদস্যরা অবাধ যাতায়াত করতে পারবে। এ সময় সদস্যদের কাছে ওয়ারলেস সেট এবং ওয়াকিটকি থাকবে। সূত্র জানায়, রাজধানীর বারিধারার একটি প্রাইভেট সিকিউটিটি এজেন্সীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক বছরের জন্য প্রাথমিক চুক্তি হয়েছে। এই সংস্থার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা রক্ষীসহ পুলিশ ও ক্যাম্পাসে থাকবে। এজেন্সী বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশের সহায়তা নেবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, এই সিকিউরিটি এজেন্সীর সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পূর্ণ আজ্ঞাবহ থাকবে। প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সীর ব্যাপারে পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, 'ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য এজেন্সীকে দায়িত্ব দেয়া হলে এ ক্ষেত্রে পুলিশের তৎপরতায় ঘাটতি পড়বে'।